

একস্থানে স্থির হইয়া থাকে, তেমনি তাহার পা ছখানিকেও বৃষ্টিতে হইবে। যে মরণধর্মী-মনুষ্য ভগবন্তের চরণরেণু লাভ করে না, সেই মানুষকে জীবন্মৃত বলিয়া বৃষ্টিতে হইবে। অপর সে মানুষ শ্রীবিষ্ণুচরণে সংলগ্ন শ্রীতুলসীর স্নগন্ধানুভব করে নাই, সেইব্যক্তি মৃততুল্য; অর্থাৎ মৃতই আছে, শ্বাস বহিতেছে মাত্র। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবিষ্ণুপদ্মাস্তংপদলয়ায়াঃ ।

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং ষদগৃহমাগৈর্নামধেয়ৈঃ ।

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রেজনং গাত্ররূহেযু হর্থঃ ॥ ৪০ ॥

“শ্রীবিষ্ণু পদ্মাঃ”—শ্রীবিষ্ণুর চরণ-সংলগ্না শ্রীতুলসীর যে হৃদয় শ্রীহরিনাম শ্রবণকীর্তন দ্বারাও বিকৃত হয় না অর্থাৎ ভাববিগলিত না হয়, সেই হৃদয়কে পাষাণের মত কঠিন বৃষ্টিতে হইবে। শ্রীনাম শ্রবণকীর্তনে হৃদয় ভাববিগলিত হইল কিনা, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? তাহারই পরিচয় দিবার জন্য বলিতেছেন—যখন হৃদয়খানি ভাববিগলিত হইবে, তখন অল্প-বিগলিত হইলে অঙ্গে পুলকোদগম হইবে, আর অধিক বিগলিত হইলে নেত্রে অশ্রুবিन्दু রহিবে। তখনই বুঝা যাইবে, সে হৃদয় ভাববিগলিত হইয়াছে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৪০ ॥

অশ্মবৎ সারো বলং কাঠিণ্যং যশ্চ । বিক্রিয়ালক্ষণমপ্যেতদ্বিত্তি যদা তদ্বিকারো ভবেত্তদা নেত্রাদৌ জলাদিকং ভবতি ইত্যর্থঃ । ইদমেবাম্বয়েন শ্রীমতা রাজ্ঞা দৃষ্টী-করিষ্যতে, সা বাগ্‌ষয়াতশ্চ গুণান্ গৃহীত ইত্যাদিত্যাম্ । তদেবং শ্রীশুকবাক্যারম্ভা-ধ্যায়ত্রয়াভিধেয়েন শ্রীভক্তিরেবলক্ষ্য । চীকা চ—তত্র তু প্রথমোহধ্যায়ে কীর্তনশ্রবণা-দ্বিভিঃ । স্ববিষ্টে ভগবদ্রূপে মনসো ধারণোচ্যতে ; দ্বিতীয়েতু ততঃ স্থলধারণাতো দ্বিতঃ মনঃ । সর্বসাক্ষিণি সর্বোশে বিকৌ ধার্য্যমিতীর্ধ্যতে । তৃতীয়ে বিষ্ণুভক্তেসু বৈশিষ্ট্যং শৃণ্বতোমুনেঃ । তত্‌কৃত্যেক্ষেণ তৎকর্ম্মশ্রবণাদর দ্বৈর্য্যত ইত্যেবা ॥ ২ ॥ ৩ ॥ শ্রীশৌনকঃ ॥ ৩ ॥ ৪০ ॥

শ্রীব্রহ্ম নারদ সংবাদেহপি—

সম্যক্‌কারুণিকশ্চেদং বৎস তে বিচিকিৎসিতম্ ।

ষদহং চোদিতঃ সৌম্য ভগবদ্বীৰ্য্যদর্শনে ॥ ৪১ ॥

অশ্মসারং—পাষাণের মত সার অর্থাৎ বল বা কাঠিণ্য যে হৃদয়ে, তাহার নাম “অশ্মসার।” চিত্তবিকারের লক্ষণও এইটিই। যখন হৃদয় বিকার প্রাপ্ত হইবে, তখন নেত্রে ও অঙ্গে জল এবং পুলক হইয়া থাকে। যেমন শ্রীশৌনক ব্যতিরেক মুখে ইন্দ্রিয়গণের ভক্তি-অনুষ্ঠানে সাক্ষ্য বর্ণন করিলেন; অর্থাৎ জীবনধারণের মুখ্য সাক্ষ্য শ্রীভগবন্তজনে, কর্ণের সাক্ষ্য